দারসে কুরআন সিরিজ-২৫

রোযার মৌলিক শিক্ষা

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

দারসে কুরআন সিরিজ- ২৫

রোযার মৌলিক শিক্ষা

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল: ০১৭১১-৯৬৬২২৯, ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫

www.bjilibrary.com

রোযার মৌলিক শিক্ষা

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

প্রকাশক: খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির
খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল: ০১৭১১-৯৬৬২২৯

প্রকাশকাল: প্রথম সংস্করণ, জুন- ১৯৯৩ ইং
বিশতম প্রকাশ, জুন- ২০১৪ ইং

গ্রন্থস্বত্ব: প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ: আনোয়ার হোসেন খান

মুদ্রণ: আল-আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬, শিশির দাস লেন, ঢাকা

মূল্য: ২৫/- (পঁচিশ টাকা মাত্র)

www.bjilibrary.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (١٨٣) اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ط فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ط وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ط فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا
فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ط وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (١٨٤) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ
اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ج فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ
الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ط وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ط يُرِيْدُ اللّٰهُ
بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ز وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (١٨٥) وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ط اُجِيْبُ دَعْوَةَ
الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ لا فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُوْنَ (١٨٦) اُحِلَّ لَكُمْ
لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ ط هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ط عَلِمَ اللّٰهُ
اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ج فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ
وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ص وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ص ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ج وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ
عٰكِفُوْنَ لا فِى الْمَسٰجِدِ ط تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ (١٨٧)

www.bjilibrary.com

অনুবাদ ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য রোযা ফরয করে দেয়া হয়েছে। যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের (নবীদের উম্মতের) ওপর ফরয করা হয়েছিল, যেন তোমরা পরহেযগার হতে পার। কয়েকটি নিদিষ্ট দিনের (রোযা); কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ যদি পীড়িত হয় বা ভ্রমণে থাকে তবে অন্য সময় এ দিনগুলোর রোযা পূরণ করবে। আর যারা রোযা রাখতে সামর্থ হয়েও না রাখবে তারা যেন ফিদইয়া (বিনিময়) দান করে। এক রোযার ফিদইয়া হচ্ছে একজন মিসকিনকে খাওয়ান। আর যে ইচ্ছে করে পূণ্য কাজ করে তার জন্য তা আরও ভাল; কিন্তু রোযা রাখা তোমাদের জন্য আরও ভাল যদি তোমরা বুঝ। রমযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল হয়েছে ঃ মানুষের প্রতি উপদেশ রূপে এবং তা এমন সুস্পষ্ট উপদেশাবলিতে পরিপূর্ণ যা সঠিক ও সত্য পথ প্রদর্শন করে এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য তুলে ধরে। কাজেই তোমাদের যে কেউ এ মাসে উপস্থিত থাকে সে যেন সমস্ত মাস রোযা রাখে, আর যদি কেউ পীড়িত হয় অথবা ভ্রমণে থাকে, সে যেন ঐ সংখ্যক দিন পূর্ণ করে অন্য সময়— আল্লাহ তোমাদের কাজ সহজ করে দিতে চান কঠিন করে দিতে চান না— এজন্য যে তোমরা রোযার সংখ্যা পূরণ করতে পার এবং আল্লাহ তোমাদের যে হেদায়েত দিয়েছেন, সেজন্য তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে পার এবং তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার। হে নবী! আমার বান্দা যদি তোমার নিকট আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তবে তুমি তাদের বলে দাও যে, আমি তাদের অতি নিকটে। আমি আহবানকরীর আহবান শুনি যখন সে আমাকে আহবান করে। অতএব তাদের উচিত যে, আমার কথা শুনে এবং আমাতে বিশ্বাস রাখে, তবেই তারা পথ পাবে। রোযার রাত্রিতে স্ত্রী সহবাস তোমাদের জন্য হালাল করা হলো; তারা তোমাদের পোশাক আর তোমরা তাদের পোশাক। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা নিজেদের ক্ষতি করছো। (তাদের নিকট গোপনে গমন করে) এই হেতু তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং তিনি তোমাদের ক্ষমা করেছেন। এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং আল্লাহ যে স্বাদ গ্রহণ তোমাদের জন্য জায়েয করেছেন তা আস্বাদন কর; আর রাতের বেলা খানা-পিনা কর যতক্ষণ পর্যন্ত না

www.bjilibrary.com

(প্রভাতের) সাদা রেখা প্রকাশ পায় কাল রেখা হতে, তারপর রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। আর তোমরা যখন মসজিদে 'এ'তেকাফে' লিপ্ত থাকবে তখন স্ত্রীদের সাথে সহবাস করবে না। এটা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা, অতএব এর নিকটেও যাবে না। এভাবে আল্লাহ তার নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্ট বর্ণনা করেন যেন তারা মুত্তাকী হতে পারে।"

–(সূরা আল-বাকারা ঃ ১৮৩-১৮৭)

শব্দার্থ ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছ كُتِبَ ফরয করে দিয়েছেন عَلَيْكُمُ তোমাদের ওপর الصِّيَامُ। রোযা كَمَا যেমন كُتِبَ ফরয করা হয়েছিল عَلَى الَّذِيْنَ তাদের ওপর যারা مِنْ قَبْلِكُمْ তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর। لَعَلَّكُمْ যেন তোমরা تَتَّقُوْنَ তোমরা মুত্তাকী হও। اَيَّامًا কয়েকদিন مَّعْدُوْدٰتٍ গোনা فَمَنْ অতপর যে ব্যক্তি كَانَ হয় مِنْكُمْ তোমাদের মধ্য হতে مَرِيْضًا অসুস্থ রুগী (এমন অসুস্থ যে রোযা রাখতে অক্ষম।) اَوْ অথবা عَلٰى ওপরে سَفَرٍ সফরের فَعِدَّةٌ তাহলে গুনে বা গণনা করে مِّنْ اَيَّامٍ সেই দিনগুলোর اُخَرَ পরের (দিনগুলোতে রোযা পূরণ করবে) وَعَلَى الَّذِيْنَ এবং তাদের উপর যারা يُطِيْقُوْنَهٗ রোযা রাখতে সক্ষম (অথচ রাখল না) فِدْيَةٌ (তার) বিনিময় আদায় করবে। طَعَامُ খোরাক مِسْكِيْنٍ একজন গরীবের فَمَنْ আর যে ব্যক্তি تَطَوَّعَ স্বেচ্ছায় خَيْرًا খায়ের করে বা ফিদইয়া পরিমাণে বেশী দেয় فَهُوَ তাহলে তা خَيْرٌ আরো ভাল لَّهٗ তার জন্যে। وَاَنْ تَصُوْمُوْا আর তোমাদের রোযা রাখাটাই خَيْرٌ অতি উত্তম لَّكُمْ তোমাদের জন্যে اِنْ كُنْتُمْ যদি তোমার تَعْلَمُوْنَ তোমরা বোঝ (যে রোযার ফযিলাত কত বেশী) شَهْرُ رَمَضَانَ রোযার মাস الَّذِىْ যা اُنْزِلَ অবতীর্ণ হয়েছে فِيْهِ তাতে বা ঐ মাসে الْقُرْاٰنُ কুরআন মজিদ هُدًى لِّلنَّاسِ মানুষের জন্যে হেদায়াত রূপে وَبَيِّنٰتٍ এবং উজ্জ্বল বিবরণদায়ক مِّنَ الْهُدٰى যা হেদায়েতের وَالْفُرْقَانَ এবং (সত্য মিথ্যার) পার্থক্যকারীরূপে فَمَنْ অতপর যে বা যারা شَهِدَ উপস্থিত থাকবে বা সুস্থ্য

www.bjilibrary.com

অবস্থায় বেঁচে থাকবে مِنْكُمُ তোমাদের ভিতর থেকে الشَّهْرَ (ঐ) মাসে فَلْيَصُمْهُ তাহলে অবশ্যই রোযা রাখবে। وَمَنْ كَانَ আর যে বা যারা হবে مَرِيْضًا রোগগ্রস্ত أَوْ عَلٰى سَفَرٍ অথবা মুসাফির অবস্থায় فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ তবে সে পরবর্তী দিনগুলোতে আদায় করবে। يُرِيْدُ اللّٰهُ আল্লাহ চান بِكُمُ তোমাদের প্রতি الْيُسْرَ সহজ করতে وَلَا يُرِيْدُ এবং তিনি চান না بِكُمُ الْعُسْرَ তোমাদের জন্যে কঠিন করতে। وَلِتُكْمِلُوا আর যেন তোমরা পুরা করতে পার الْعِدَّةَ নির্দিষ্ট দিনগুলো। وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ আর যেন আল্লাহর মহত্ব বর্ণনা কর عَلٰى مَا هَدٰكُمْ তোমাদেরকে হেদায়েত করার বা পথ দেখানোর দরুন। وَلَعَلَّكُمْ আর যেন তোমরা تَشْكُرُوْنَ তোমরা শোকর কর। وَاِذَا আর যখন سَاَلَكَ আপনাকে জিজ্ঞেস করে عِبَادِىْ আমার বান্দা عَنِّىْ আমার সম্পর্কে فَاِنِّىْ তবে আমিতে অবশ্যই قَرِيْبٌ নিকটেই আছি اُجِيْبُ আমি মঞ্জুর করি دَعْوَةَ আবেদন الدَّاعِ আবেদনকারীর اِذَا دَعَانِ যখন আমাকে ডাকে فَلْيَسْتَجِيْبُوْا অতএব তাদেরও উচিত সাড়া দেয়া বা মেনে নেয়া لِىْ আমাকে বা আমার আইন কানুনকে وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ এবং তাদের উচিত আমার প্রতি দৃঢ়ভাবে ঈমান আনা। لَعَلَّهُمْ আশা করা যায় যে তারা يَرْشُدُوْنَ সৎপথ পাবে। اُحِلَّ لَكُمْ তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে لَيْلَةَ الصِّيَامِ রোযার রাতে الرَّفَثُ প্রবৃত্ত হওয়া اِلٰى نِسَائِكُمْ তোমাদের স্ত্রীদের সাথে। هُنَّ তারা (স্ত্রীগণ) لِبَاسٌ পোশাক لَّكُمْ তোমাদের وَاَنْتُمْ এবং তোমরা لِبَاسٌ পোশাক لَّهُنَّ তাদের عَلِمَ اللّٰهُ আল্লাহ জানেন اَنَّكُمْ নিশ্চয়ই তোমরা كُنْتُمْ তোমরা হও تَخْتَانُوْنَ তোমরা খিয়ানত কর বা খিয়ানতের পাপে লিপ্ত করতেছো اَنْفُسَكُمْ তোমাদের নিজেদেরকে فَتَابَ অতপর তিনি সদয় হয়েছেন عَلَيْكُمْ তোমাদের প্রতি وَعَفَا عَنْكُمْ এবং তোমাদের মাফ করেছেন فَالْئٰنَ সুতরাং এখন بَاشِرُوْهُنَّ তাদের (স্ত্রীদের) সাথে মেলামেশা কর وَابْتَغُوْا এবং স্বাদ গ্রহণ কর مَا যা كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ আল্লাহ তোমাদের জন্যে

জায়েয করেছেন (তারা) وَكُلُوْا এবং খাও وَاشْرَبُوْا এবং পান কর حَتّٰى যতক্ষণ পর্যন্ত না। يَتَبَيَّنَ لَكُمُ স্পষ্ট হয়ে উঠে তোমাদের নিকট الْخَيْطُ। রেখা الْاَبْيَضُ। সাদা مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ রাতের কালো রেখার ভিতর থেকে مِنَ الْفَجْرِ প্রভাত কালে ثُمَّ তারপর اَتِمُّوا। পুরা কর الصِّيَامَ রোযাকে اِلَى الَّيْلِ রাত পর্যন্ত وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ আর এবং স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর না وَاَنْتُمْ যখন তোমরা এতেকাফে থাক। عٰكِفُوْنَ فِى الْمَسٰجِدِ মসজিদের মধ্যে تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ এটা আল্লাহর দেয়া সীমা (যা কখনই অতিক্রম করা যাবে না) فَلَا تَقْرَبُوْهَا অতপর তার নিকটে যেও না كَذٰلِكَ এভাবে يُبَيِّنُ اللّٰهُ আল্লাহ্ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিলেন اٰيٰتِهٖ তার যাবতীয় আদেশ لِلنَّاسِ মানুষের জন্যে لَعَلَّهُمْ যেন তারা يَتَّقُوْنَ অন্যায় থেকে দূরে থাকে।

তাফসীরের সংক্ষিপ্ত সার

ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছ তোমাদের ওপর রোযাকে তেমনভাবেই ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী জামানার নবীগণের উম্মতদের ওপর রোযা ফরয করা হয়েছিল অর্থাৎ শুধু তোমাদের ওপরই ফরয করা হলো না, পূর্বেও রোযা ফরয ছিল তবে তা আমাদের মত রমযান মাসের এক মাস ফরয ছিল না। ছিল ভিন্ন নবীর আমলে ভিন্ন পন্থায় ভিন্ন ভিন্ন সময়। আর তোমাদের ওপর এ জন্যে রোযা ফরয করা হলো যেন রোযার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তোমরা পরহেগার হতে পার, ভিন্ন কথায় তোমাদের মধ্যে যেন খোদাভীতির গুণ অর্জিত হয়। কারণ রোযার মাসে এক মাস ধরে মানুষের মধ্যে একটা অভ্যাস তৈরী হয় যে, আল্লাহর হুকুম না হওয়া পর্যন্ত কিছু খাওয়া বা পান করা এবং স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকতে হবে। এ অভ্যাসের কারণে সে পরবর্তী মাসগুলোতেও যে কোন কাজ করতে গেলেই তার মনের মধ্যে ঐ অভ্যাসের কথাটা জাগ্রত হবে যে, আল্লাহর হুকুম ছাড়া রোযার মাসে যেমন কয়েকটি কাজ করতে পারিনি তেমন রোযার বাইরের মাসগুলোতেও যে কোন কাজ করতে গিয়ে যেন চিন্তায় আসে যে, এখন যে কাজ করতে যাচ্ছি তাতে আল্লাহর নির্দেশ আছে কি নেই। যদি

www.bjilibrary.com

আল্লাহ্ এবং তার রাসূলের পক্ষ থেকে নির্দেশ বা অনুমতি থাকে তবেই এ কাজ করব আর যদি অনুমতি বা নির্দেশ না থাকে তাহলে তা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এর দ্বারা বুঝা গেল রোযার মাসের অভ্যাসটাই হচ্ছে তাকওয়ার মূল ভিত্তি। এ জন্যেই এ ভিত্তিকে মযবুত রাখার জন্যে বছরে এক মাস রোযার মাধ্যমে (৭১০ঘন্টার) পুণঃ পুণঃ প্রশিক্ষণের একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তাকওয়ার ভিত খুবই মযবুত থাকতে পারে। এ কারণে বলা হয়েছে গোণা কয়েকটা দিন অর্থাৎ মাসের কয়েকটা দিন রোযা পূর্ণ কর। হ্যাঁ, তবে এখানে মেহেরবান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জন্যে একটা সুযোগ করে দিয়েছেন যে, যদি রোযার মাসে কেউ সফরে থাকে কিংবা এমন অসুস্থ থাকে যার জন্যে তার পক্ষে তখন রোযা রাখা সম্ভব নয় তাহলে আপাতত তখনকার মত রোযার মধ্যে যখনই সে সফর থেকে মুক্ত হবে কিংবা রোগ ব্যাধি থেকে সুস্থ্য হবে এবং নারীরা যখন হায়েজ নেফাস থেকে পাক হবে তখন থেকে বাকি রোযাগুলো বিভিন্ন শরয়ী ওযরে রাখতে পারেনি সেগুলো রোযার মাস পার হয়ে যাবার পর (রোযার রাখা হারাম দিনগুলো বাদ দিয়ে) অন্য দিনগুলোতে তা পূরণ করে দিতে পারবে। এখানে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্যে একটা অতিরিক্ত সুবিধা দান করা হয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, রোগ-ব্যধির কারণে যারা রোযা রাখতে পারবে না তারা রোযার ফিদইয়া বা বদলা দান করবে অর্থাৎ একজন গরীব লোককে একটা রোযার বদলী হিসেবে একদিন খাওয়াবে অথবা ঐ একদিন খওয়ানোর খরচটা একজন গরীরকে দিয়ে দিবে। আর যদি সংগতি থাকার কারণে আরো বেশী দান করে তবে তার জন্যে তা আরো ভাল। এর জন্যে সে আল্লাহর নিকট অধিকতর প্রিয় বান্দা হিসেবে পরিগণিত হতে পারবে। কাজেই অতিরিক্ত দান তার জন্যে খুবই কল্যাণকর। আর যদি সে কষ্ট স্বীকার করে রোযা রাখতে পারে তবে তার জন্যে সেটা আরো বেশী কল্যাণকর। এখানে বলা হয়েছে রোযার ফযিলত সম্পর্কে তোমাদের যদি জ্ঞান থাকে তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে যে, কষ্ট করে হলেও (যদি পারা যায় তবে) রোযা রাখাটাই উত্তম।

www.bjilibrary.com

এখানে প্রথম আয়াতেই বলা হয়েছে মানুষকে মুত্তাকী হওয়ার জন্যেই রোযাকে ফরয করা হয়েছে। কিন্তু সকাল বা সোবেহ সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ত্যাগ করলেই যে মুত্তাকীন হওয়া যাবে তা যাবে না। যেমন কাউকে বলা হলো তুমি ঠিকমত খাও তা'হলে তোমার স্বাস্থ্য ভাল থাকেব, এতটুকু শুনেই সে মনে করল সুস্থ্য থাকার জন্যে খাওয়াই দরকার। তখন প্রত্যেক ৩ বেলা খানিকটা করে মাটি আচ্ছা মত চিবিয়ে খেয়ে নেব। মাটির রস খেয়ে যখন বিরাট বড় বড় গাছ পালা যেমন মোটাসোটা তেমন আমিও মাটি খেয়েই মোটা তাজা হয়ে পড়ব। এ ধরণের মনে করে মাটি খেলে যেমন খাওয়ার উদ্দেশ্য সফল হয় না। অতপর মাটি খেয়ে কাজ হলো না, সে আপনাকে জিজ্ঞেস করল, তাহলে তাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন, ভাত, তরী–তরকারী, মাছ-গোশত, দুধ ইত্যাদি খাও তাহলে খাওয়ার উদ্দেশ্য পূরণ হবে। অতপর আপনি তাই খেলেন কিন্তু খাওয়ার পর পরই তা বমি করে ফেলে দিলেন। এরপর আপনি আরো দুর্বল হয়ে পড়লেন পরে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন আমি তো ঠিক মত খাচ্ছি তবুও কেন দুর্বল হয়ে পড়ছি। এরপর ডাক্তার যখন খোঁজ নিয়ে জানবেন যে, আপনি খান কিন্তু তা হজম হওয়ার পূর্বেই তা বমি করে ফেলে দেন, এজন্যে খাওয়া কোন কাজ হয় না। ঠিক তদ্রূপ রোযার মূল শিক্ষা যদি সব বমি করে ফেলে দেই তা'হলে রোযা আপনাকে মুত্তাকী বানাতে পারবে না। রোযার শিক্ষা যদি গ্রহণ করেন আর তা যদি বমি করে ফেলে না দেন তবে অবশ্যই রোযা আপনাকে মুত্তাকী বানাবে।

রোযার প্রকৃত শিক্ষা ঃ যে শিক্ষা মানুষকে মুত্তাকী বানায় ঃ

রোযা প্রকৃতপক্ষে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণের ট্রেনিং দেয়। এটা হচ্ছে ইসলামী জীবন-যাপনের জন্য একটা বাৎসরিক রিফ্রেসার ট্রেনিং কোর্স। এর মাধ্যমে প্রতি বছর একই বিষয়ের ওপর পুনঃ পুনঃ ট্রেনিংপ্রাপ্ত হয় গোটা মুসালিম জাতি। যে ট্রেনিং মানুষের মধ্যে তাকওয়ার গুণ সৃষ্টি করে।

সে ট্রেনিংটা যে কি তা নিম্নে সহজভাবে উল্লেখ করা হলো। যথা– আল্লাহ মানুষকে বেঁচে থাকার ও বংশ রক্ষার জন্য দিয়েছেন কতকগুলো

www.bjilibrary.com

সহজাত প্রবৃত্তি। এ প্রবৃত্তিগুলো মানুষকে জীবন সংগ্রামে টিকিয়ে রাখতে ও মানবকুল রক্ষা করতে একমাত্র সহায়ক। প্রবৃত্তিগুলো হচ্ছে ঃ

১. খাদ্য গ্রহণ প্রবৃত্তি।

২. ক্রীড়া প্রবৃত্তি।

৩. আত্মত্ব প্রবৃত্তি।

৪. আত্ম-প্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তি।

৫. যৌন প্রবৃত্তি।

৬. বিশ্রাম প্রবৃত্তি।

৭. সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালন প্রবৃত্তি।

এসব প্রবৃত্তিগুলো মানুষের জন্মের সাথে জন্মগতভাবেই জন্মলাভ করে। এজন্য এগুলোকে বলে সহজাত প্রবৃত্তি। এ প্রবৃত্তিগুলো সাধারণত চায় লাগামহীনভাবে চরিতার্থ হতে। কিন্তু তা যদি নিয়ন্ত্রণ করা না হয় তবে মানুষের মধ্যে ও অন্যান্য জীবের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। তাই মানুষের টিকে থাকার জন্য যেমন আল্লাহ দিয়েছেন সহজাত প্রবৃত্তি তেমনি দিয়েছেন তা নিয়ন্তণ করার মত জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেক–বিবেচনা বোধ। এ সবগুলো প্রবৃত্তিই নিয়ন্ত্রণ করা লাগে একটা মানুষকে মুসলমান হিসেবে টিকে থাকার জন্য। এ নিয়ন্ত্রণের কাজটাই সুসম্পন্ন হয় রোযার ট্রেনিং ব্যবস্থার মাধ্যমে। এবার লক্ষ্য করুন তা কিভাবে হয়।

এর মধ্যে তিনটি প্রবৃত্তি হচ্ছে খুবই জোরাল। সে তিনটি পর্যায়ক্রমে হচ্ছে ঃ

১. খাদ্য গ্রহণ প্রবৃত্তি।

২. যৌণ প্রবৃত্তি ও

৩. পরিশ্রমের পর বিশ্রাম প্রবৃত্তি।

এ তিনটি প্রবৃত্তি হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং কড়া প্রবৃত্তি। এদেরকে যদি দমন করা যায় তাহলে অন্যান্য প্রবৃত্তিগুলো আপনা হতেই দমন হয়ে যায়। যেমন কোন বিপ্লবী সরকার যদি তিনটি বাহিনীর স্বীকৃতি আদায় করতে পারে তাহলে অন্যান্যরা আপসে নত হয়ে পড়ে। যেমন ধরুন, কেউ ক্ষমতার জোরে কোন রাষ্ট্র দখল করে বসল। তখন তার

www.bjilibrary.com

প্রথমেই প্রয়োজন সরকারের তিনটি প্রধান বিভাগের স্বীকৃতি আদায় করা। যথা- ১. মিলিটারী বাহিনীর তিনটি সেকশন। ২. পুলিশ বাহিনী। ৩. সচিবালায়। এ তিনটি বিভাগের প্রধানদের পক্ষ থেকে যদি স্বীকৃতি এসে যায়, তাহলে অন্যান্যদের নিকট থেকে স্বীকৃতি আদায় করা লাগে না, এমনিতেই স্বীকৃতি হয়ে যায়। ঠিক তেমনই উপরোক্ত তিনটি প্রধানতম প্রবৃত্তিকে যদি নিয়ন্ত্রণে আনা যায় তাহলে অন্যান্য প্রবৃত্তিগুলো আপনা থেকেই নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। এজন্য ঐ তিনটিকে রোযার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে করার অর্থই হল সংযমী হওয়া। রোযার ক্রিয়াকলাপ শুধু দিনের বেলাই শেষ হয় না, রোযার ক্রিয়াকলাপ রাতেও চালু থাকে। রোযা হচ্ছে মোট ৭১০ ঘন্টার এক একটানা রিফ্রেসার ট্রেনিং। দিনের বেলায় নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ১. খাদ্র গ্রহণ ও ২. যৌন প্রবৃত্তিকে; আর রাতের বেলায় খাদ্য গ্রহণও যৌন প্রবৃত্তিকে ছেড়ে দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হয় বিশ্রাম প্রবৃত্তিকে। রাতের বিশ্রাম নেই। একবার ২০ রাকাতের বাড়তি নামায পড়া অন্য সময় নেই, অপরদিকে সেহেরী খাওয়ার বাড়তি ঝামেলা। এসবই হচ্ছে বিশ্রামকে নিয়ন্ত্রণ করা। এ নিয়ন্ত্রণের পিছনে মাত্র একটাই শক্তি কার্যকর থাকে তা হচ্ছে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসগত ভয়।

রোযা মানুষের দুই শ্রেণীতে চিহ্নিত করে

রোযা কাউকে চিহ্নিত করে আল্লাহর দাস হিসেবে আর কাউকে চিহ্নিত করে প্রবৃত্তির দাস হিসেবে। এবার দেখুন কিভাবে তা করে।

মানুষের প্রবৃত্তি মানুষের নিকট দাবী করে প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করতে। যেমন খাদ্য গ্রহণ প্রবৃত্তির দাবী হচ্ছে 'আমায় খেতে দাও' এ চাওয়াটা আসে একটা দরখাস্তের মাধ্যমে। সে দরখাস্তটা হচ্ছে 'ক্ষুধা লাগা'। ক্ষুধা লাগার অর্থই হল খেতে চাওয়া। খেতে চায় বিবকের কাছে। বিবেক সিদ্ধান্ত করে খেতে দেবে কি না অর্থাৎ তার খেতে চাওয়ার দরখাস্ত মঞ্জুর করবে কি না। যদি তা মুঞ্জুর করে তবে খাওয়ার সব রকম ব্যবস্থা বিবেক করে দেয়।

আর যদি বিবেক মঞ্জুর না করে তাহলে 'পা' চলবে না খাবার ঘরে, হাত কোন খাবার জিনিস ধরবে না ও গালে তুলে দেবে না এবং জিহ্বা ও

দাঁতও কিছু চিবাবে না, গলাও কিছু গলধকরণ করবে না। এখন এ মঞ্জুরটা কিভাবে হয় আর কিভাবে হয় না এটা-ই দেখার বিষয়। দেখুন প্রবৃত্তি যখন খেতে চায় তখন হয়তো বিবেক প্রবৃত্তির কথা মত তাকে খেতে দিতে পারে অথবা বলতে পারে যে, খেতে দেয়ার জন্য বা প্রবৃত্তির যে কোন দরখাস্ত মঞ্জুর করার জন্য আমিই মূল মালিক নই, আমার ওপরে আরও একজন মূল মালিক রয়েছেন আমি তার প্রতিনিধি মাত্র। আমি দরখাস্ত তাঁর নিকট পেশ করে দিতে পারি তিনি মঞ্জুর করলে আমি তোমায় খেতে দিতে পারি বা যে প্রবৃত্তি যা চায় তা আমি দিতে পারি। আর মূল মালিক যদি মঞ্জুর না করেন তবে আমার খোদ মাতুব্বরীর কোন ইখতিয়ার নেই। এ মূল মালিক হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন।

যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির খাওয়ার দরখাস্ত নিজেই মঞ্জুর করে, মূল মালিকের হুকুমের কোন পরোয়া করে না, সে প্রকৃতপক্ষে প্রবৃত্তিরই হুকুম মেনে চলে। এসব লোকদেরকে–ই বলা হয় প্রবৃত্তির দাস। আর যারা প্রবৃত্তির কথা মত চলে না, আল্লাহর ফায়সালা মুতাবিক চলে তারাই হচ্ছে আল্লাহর দাস বা আল্লাহর বান্দা। রোযার দিনে ইফতারের সময় যখন আল্লাহর বান্দা খাবার সামনে করে বসেন তখন খাদ্য গ্রহণ প্রবৃত্তি চায় যে আমাকে এখনই খেতে দাও আর বিবেক বলে "থাম এখনও মুল মালিকের হুকুম আসেনি"। সূর্য ডুবে, মুল মালিকের হুকুম আসে তখনই সে তার খাদ্য গ্রহণ প্রবৃত্তিকে খেতে দেয়। এতে প্রমাণ হয় যে, সে প্রবৃত্তির গোলাম নয়; বরং সে আল্লাহর গোলাম এবং প্রবৃত্তি তার গোলাম। এ অবস্থাটা যদি সারা জীবন সে কার্যকর রাখতে পারে তাহলে শুধুমাত্র রোযার মাসই নয়, বরং যখনই সে কিছু করতে যাবে তখনই তার বিবেক তাকে বাঁধা দেবে। তাকে বলবে রোযার পুরো মাস ধরে তুমি এ শিক্ষাই গ্রহণ করেছ যে আল্লাহ বা মূল মালিকের মঞ্জুরী ছাড়া প্রবৃত্তির চাহিদা মোতাবেক কিছুই করা যাবে না। প্রকৃত প্রস্তাবে এটাই হচ্ছে পরহেজগারী এবং এটাকেই বলে তাকওয়ার গুণ। আর এ গুণ সৃষ্টির জন্যই সারাটি রোযার মাস ধরে সংযমী হওয়ার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা হয়।

আশা করি এ আলোচনা থেকে রোযার মূল শিক্ষা বুঝতে এবং তাকওয়ার গুণ অর্জন করতে আমরা সক্ষম হবো। পরবর্তী আয়াতের সার

www.bjilibrary.com

সংক্ষেপ হলো এই যে, রোযার মাসটা এমনই একটা মাস যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছিল অর্থাৎ এ মাসেরই একটা রাত বা শবে কদরে এ কুরআনকে লাওহে মাহফুজ থেকে দুনিয়ার নিকটবর্তী ১ম আসমানে নাযিল করা হয়। সেখান থেকে ২৩ বছর ধরে ক্রমান্বয়ে প্রয়োজন মুতাবিক ধীরে ধীরে জীবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে হুজুরে পাক (সা)-এর নিকট নাযিল হয়। অর্থাৎ যে কুরআনে রোযাকে ফরয করা হয়েছে ঐ রোযার মাসেই এ কুরআন ১ম নাযিল হয়েছে। আর এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এর মধ্যে রয়েছে মানুষের জন্যে হেদায়াতের উপায় বা পথ ও পন্থা এবং হেদায়াতের পন্থা বাতলানোর জন্যে এর মধ্যে রয়েছে যে কোন বিষয়ের ওপর সুস্পষ্ট প্রমাণাদি উপস্থাপনকারী বিভিন্ন আয়াতসমূহ। যার দ্বারা সত্য ও মিথ্যা এবং ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য বিধানকারী বিভিন্ন আয়াতসমূহ। কাজেই তোমাদের মধ্যে যারা এ মাসে বিদ্যমান থাকবে অর্থাৎ যারা সুস্থ অবস্থায় এবং নারীগণ যারা পাক-পবিত্র অবস্থায় এ মাসে বেঁচে থাকবে তাদের জন্যে রোযা রাখা ওয়াজিব বা অপরিহার্য কর্তব্য। এ আয়াতে পূর্ববর্তী ফিদিয়ার আইন রহিত হয়ে গেল। অবশ্য যারা প্রকৃতপক্ষেই অসুস্থতার জন্যে রোযা রাখা অসম্ভব মনে করবে এবং ঈমানদার মুসলমান ডাক্তার যাদের সম্পর্কে সার্টিফিকেট দিবেন যে, সে ব্যক্তি রোযা রাখলে তার শারীরিক দিক থেকে দারুণভাবে ক্ষতি হতে পারে তার জন্যে তখন ফিদিয়া চলবে যখন তার পরবর্তী বছরগুলোতেও সুস্থ হওয়ার সম্ভবনা নেই। আর যারা শরীয়তসম্মত কোন সফরে থাকবে। আর যে সমস্ত নারী হায়েজ বা নেফাস অবস্থা থাকেব তাদের ওপরে পূর্ববর্তী হুকুমই বহাল রইল। অর্থাৎ তারা ফিদিয়া দিয়ে মুক্ত হতে পারবে না। তাদের জন্যে পরে বাদ পড়া রোযাগুলোর কাযা আদায় করতে হবে। অর্থাৎ যে কয়দিন রোযা রাখতে পারবে না ঠিক সেই কয়দিনই রোযা রাখতে হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের সাথে সহজ ব্যবহার করতে চান বলে উল্লেখ করেছেন। কাজেই তিনি এমন হুকুমই দিয়েছেন যা পালন করা মানুষের জন্যে সাধ্যের বাইরে নয়। এখানে লক্ষণীয় যে, পূর্বের আয়াতে যেখানে অক্ষম ব্যক্তিদের রোযার পরিবর্তে ফিদিয়ার কথা বলেছিলেন এবং বিশেষ পরিবেশের কারণেই বলেছিলেন এটাও আল্লাহর

www.bjilibrary.com

এক মেহেরবানী ছিল। যেন সদ্য ইসলাম গ্রহণকারীরা সামান্য অক্ষমতার অজুহাত দিয়ে রোযা না রেখে গোনাহগার হওয়ার হাত থেকে ফিদিয়া দিয়ে রক্ষা পেতে পারে। কিন্তু এ অবস্থা চিরদিনের জন্যে চালু রাখলে কোন ধনী ব্যক্তিই রোযা রাখতো না। তারা বিভিন্ন ধরনের অক্ষমতার অজুহাত দিয়ে প্রতি বছরই ফিদিয়া সিলসিলা জারী করে দিতো। কিন্তু আল্লাহ্ তা না করে পরে কাযা করার হুকুম করে তাঁর বান্দাদের প্রতি যে মেহেরবানী করেছেন তার জন্যে কোন মানুষ আল্লাহর অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করে সে বিষয়ও আল্লাহ্ মানুষকে অবহিত করে ছিলেন। এখানে আরো ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পরবর্তী রোযাগুলো পালন করলে রোযার মাসে রোযা আদায় করারই সমান ফযিলত পাবে। এর থেকে আল্লাহ্ তোমাদের বঞ্চিত করবেন না। এটা আল্লাহ্র মেহেরবানী এবং এজন্যেও আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে তার শুকরিয়া আদায় করা উচিত। আল্লাহ্ যদি শরয়ী ওজরওয়ালাদের জন্যে পরে রোযা আদায় করার সুযোগ না রাখতেন তবে বহু লোকের পক্ষেই পুরা রোযার মাস রোযা রেখে আল্লাহর হুকুম পালন করা সম্ভব হতো না। ফলে তারা গোনাহগার হয়ে যেতেন। তাই অক্ষম, সফরকারী ও হায়েজ নেফাসওয়ালীদের জন্যে আল্লাহ্ সহজ পন্থা বাতলিয়ে দিয়েছেন। যেন মানুষ আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করতে পারে।

মাঝখানে–১৮৬ নং আয়াতে এমন একটি বিষয় উত্থাপন করেছেন যা আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় যেন এর সাথে পূর্বের ও পরের কোন আয়াতের সম্পর্ক নেই। কিন্তু আসলে তা নয়। এখানে এ আয়াতটি উত্থাপন করায় এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মানুষ যখন রোযা রাখে তখন সে যে আল্লাহর রহমতের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী হয়ে যায়। সে যদি রোযা রেখে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে আল্লাহর নিকট কিছু চায় তবে আল্লাহ্ তার মুনাজাত কবুল করেন। এখানে আরো একটা ইঙ্গিত রয়েছে যে, রোযার মাসে ঈমানদার দূর্বল ও অক্ষম ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে প্রার্থনা আসতো যে, আল্লাহ্ আমাদের এ অক্ষম অবস্থার কাযা রোযার ব্যাপারে আমাদের এমন সুযোগ দাও যেন আমরা তা পূরণ করতে পারি। এ প্রার্থনা করার পূর্বে আল্লাহ্ তা মঞ্জুর করে রেখেছেন। আল্লাহ্র এ মেহেরবানী দেখে মানুষের উচিত আল্লাহর হুকুম তা একটু কষ্ট হলেও

www.bjilibrary.com

মেনে চলা এবং আল্লাহর প্রতি গভীর বিশ্বাস ও আস্থাস্থাপন করা। আর তার আগাম মেহেরবানীর কথা এজন্যে উল্লেখ করলেন যেন মানুষ আল্লাহরই দেখান সৎপথে চলতে আগ্রহী হয়।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ রোযার আহকাম সম্পর্কীয় একটা বিষয়ের উল্লেখ করেছেন যা আহকামে রোযার ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণের পর্যায়ে পড়ে। যাতে বলা হয়েছে রোযার রাতে যেমন পানাহারে নিষেধ নেই তেমন স্ত্রী গমনেও কোন নিষেধ নেই। আর এ ব্যাপারে পূর্বে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা তোমাদের ওপর থেকে উঠিয়ে নেয়া হলো। কারণ তোমাদের স্ত্রীদের সাথে তোমাদের যে ঘনিষ্ট ও নিকট সম্পর্ক যার কারণে (আল-কুরআনের ভাষায়) তোমরা স্বামী-স্ত্রী একে অপরের এতো নিকটতম যেন একজন অপরজনের গায়ের পোশাক স্বরূপ। কাজেই এ নৈকট্য তার মধ্যে দিনের বেলায় যে বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে তা শুধু তাকওয়ার গুণ অর্জনের জন্যে সাময়িক বিরতি মাত্র কিন্তু রাতের এ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হলো। এটাও উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্যে আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ। এ ব্যাপারে মানুষের পূর্ব কার্যকলাপ সম্পুর্ণই আল্লাহ জানতেন যে, তারা তাঁর দেয়া সীমালংঘন করতো। তাই এ সীমালংঘনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে রাতে স্ত্রী গমনের পূর্বেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেন যেন তোমরা আল্লাহর হুকুম পালনের ব্যাপারে খেয়ানত না কর। অর্থাৎ সোবেহ সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যা যা নিষেধ ছিল তা সূর্যাস্তের পর থেকে সোবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত তোমাদের জন্যে হালাল করে দেয়া হলো। কিন্তু এ'তেকাফে থাকা অবস্থায় স্ত্রীদের দেহ থেকে নিজেদের দেহকে কামভাব সহকারে একত্রিত হওয়া থেকে বিরত থাক। কারণ এ'তেকাফে থাকা অবস্থায় মানুষকে মসজিদে আল্লাহর এবাদাতে সার্বক্ষণিকভাবে লিপ্ত রাখতে হয়, তাই স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে শুধুমাত্র এ'তেকাফে যতক্ষণ বা যে কয়দিন থাকবে সে কয় দিনের জন্যে। এটা না বলে দিলে মানুষ এ ব্যাপারে অজ্ঞ এবং অস্পষ্ট ধারণার মধ্যে লিপ্ত থাকত। কাজেই এ ব্যাপারে আল্লাহ সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে দিলেন যেন এ ব্যাপারে মানুষ অন্ধকারে না থাকে। এ আয়াতেগুলো থেকে যে ব্যাখ্যা ও মাসয়ালাগুলো পাওয়া গেল তা নিম্নে দেয়া হলো।

www.bjilibrary.com

১. প্রথম প্রমাণ হলো যে, এ রোযা পূর্ববর্তী নবী (আ) গণের উম্মতের ওপরও ফরয ছিল।

২. صوم-এর শাব্দিক অর্থ বিরত থাকা কিন্তু পারিভাষিক অর্থ ব্যবহার করা হয়েছে। যাতে বুঝান হয়েছে খানাপিনা ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা।

৩. রোযার দ্বারা তাকওয়ার অভ্যাস হয় যে অভ্যাস মানুষকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করে চলার শিক্ষা দেয়া ও অভ্যাস করায়।

৪. রোগী, মুসাফির এবং হায়েজ নেফাসওয়ালী নারীদের জন্যে রোযা কাযা করার অনুমতি রয়েছে।

৫. এ রোযা পর পর আদায় করতে হবে এমন কোন শর্ত লাগান হয়নি। মাঝে মাঝে ২/৪ দিন বিরতি দিয়েও কাযা রোযা আদায় করা যাবে।

৬. যারা চির অক্ষম তারা ফিদিয়া দিয়ে রোযার ফরজিয়াত থেকে রেহাই পেতে পারবে।

৭. সফরটা এমন হতে হবে যে, সফরে শরীয়তের অনুমতি আছে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে কবর জেয়ারতের জন্যে আজমীর বা বাগদাদ যাওয়া বা অনুরূপ কোন স্থানে যেখানে শুধু জেয়ারতের উদ্দেশ্য সফর করার অনুমতি নেই যেখানে সফরে গিয়ে রোযা কাযা করার কোন অনুমতি নেই। তবে রোযার ছুটিতে বা ঈদের ছুটিতে রোযার মধ্যে বাড়ীর দিকে সফর করার অনুমতি আছে বা চিকিৎসার জন্যে দূরে সফরের অনুমতি আছে। এভাবে শরয়ী কারণে যে কোন সফর করতে পারে এবং তখন রোযা কাযা করতে অনুমতি আছে।

৮. রোগজনিত কারণে রোযা না থাকার অনুমতি থাকলেও যদি কষ্ট করে রোযা রাখতে পারে তবে তা খুবই উত্তম।

৯. রোযার উপস্থিত থাকার অর্থ হলো সুস্থ সবল অবস্থায় বা রোযা রাখতে সক্ষম অবস্থায় রোযা পাওয়া।

১০. যে রোযা ফরয এবং যার মর্যাদা অত্যন্ত বেশী সেই রোযার মাসেই কুরআন নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ যদি রোযার মাসে কুরআন নাযিল

www.bjilibrary.com

হওয়ার কারণই রোযার মাসের ফযিলাত এতবেশি হয় তবে সেই কুরআনের মর্যাদা যে আরো কতবেশী তা অনুধাবনের কথাও বলা হয়েছে।

১১. আল-কুরআনে রয়েছে মানবজাতির হেদায়াতের পথ ও পন্থা এবং রয়েছে সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী নির্দেশসমূহ।

১২. আল-কুরআনকেই একমাত্র হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী হিসেবে মেনে নিতে হবে। কুরআন যে পথে চলতে বলে সেই পথে চলতে হবে। আর যে পথে চলতে নিষেধ করে সে পথে চলতে পারবে না। যদি সে সত্যিকার অর্থে ঈমানদার হয়।

১৩. আল্লাহর কাছে চাওয়ার মত চাইলেই আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেন। আর নামায রোযার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেই আল্লাহর কাছে কিছু বৈধ জিনিষ চাইলে আল্লাহ তার দোয়া কবুল করার জন্যে সর্বদাই প্রস্তুত।

১৪. এ'তেকাফে থাকা অবস্থায় স্ত্রী গমন নিষেধ। মোটামুটিভাবে উক্ত আইন বা নির্দেশ ও মাসয়ালাগুলো উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে পাওয়া গেল।

রোযার ব্যাপারে একটি জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয়

যেখানে ৬ মাস দিন ৬ মাস রাত সেখানে রোযা ফরয নয়। কারণ রোযার জন্যে শর্ত হচ্ছে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সেহরী, এশার নামাযের ওয়াক্ত ও ইফতারের সময় পাওয়া যেতে হবে। পৃথিবীর মধ্যে এমনও জায়গা আছে যেখানে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর নিকটবর্তী এলাকা যতটুকুর মধ্যে মানুষ বাস করতে পারে ততটুকুর মধ্যে মানুষ বাস করে এমন এলাকা যেমন রয়েছে উত্তরে সাইবেরিয়ার উত্তরাঞ্চল, হেমারফেষ্ট ইত্যাদি এলাকার জুন জুলাই মাসে রোযা পড়লে তাদের তখন এশার নামাযও মাফ এবং রোযাও মাফ। কারণ তাদের সেখান থেকে সূর্য উত্তর পার্শে একটু সময় আড়াল হওয়ার পরপরেই আবার সূর্য উঠে পড়ে। কাজেই ইফতারের সময় পাওয়া গেলেও খাওয়ার, এশার ও তারাবির নামাযের ওয়াক্তও হয় না এবং সেহেরী খাওয়ার সময়ও পাওয়া যায় না। কাজেই তখন তাদের জন্যে এশার নামায এবং রোযা ফরয হয় না। কিন্তু আগষ্ট

www.bjilibrary.com

মাস থেকে সেখানে রাত হওয়া শুরু হয় এবং ডিসেম্বরে এমন অবস্থা হয় যে, অল্প সময়ের জন্যে সূর্য দক্ষিণ দিকে সামান্য সময়ের জন্যে ওঠে। ওঠে দক্ষিণে একটু পূর্ব কোণ থেকে এবং ডোবে দক্ষিণে একটুখানি পশ্চিমে সরে। এ অল্প সময়ের মধ্যে তারা এক বৈঠকেই ফজর, সামান্য একটু অপেক্ষা করে জোহর ও একটু পরেই আসর ও মাগরিবের নামায পড়ে নিতে পারে। কিন্তু এ এলাকা এমন যে লোকবসতির উপযোগী স্থান সেটা নয়। সেখানে যে সল্প সময়ের সূর্য ওঠে তাও দেখা যায় না। কারণ শীত প্রধান দেশ হওয়ার কারণে সেখানকার বায়ূ সর্বদাই থাকে সংকুচিত অবস্থায়, যে অবস্থায় জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা বাতাসে থাকে না। ফলে এসব এলাকায় বার মাস কাল কুয়াশা থাকে। তাই কুয়াশার মধ্যে সূর্য ওঠও যেমন দেখা যায় না। তেমন ডোবাও দেখা যায় না। শুধুমাত্র দেখা যায় কিছু সময়ের জন্যে একটু আলো।

আর একটা ব্যাপার যা ভৌগলিক জ্ঞান ছাড়া বুঝা যাবে না। তা হচ্ছে উত্তর মেরু থেকে ৬ মাস যখন দিন তখন দেখা যাবে মাথার চারপাশ দিয়ে সূর্য বামদিক থেকে ঘুরে ডান দিকে যাচ্ছে। এভাবে ২৪ ঘন্টায় প্রথমে দিগন্ত রেখা দিয়ে একবার ঘুরতে ঘুরতে ৩ মাসে ২৩$\frac{১}{২}$ ডিগ্রী উপরে উঠে পরে আর তিন মাসে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমান্বয়ে নিচে নেমে গিয়ে উত্তর মেরু থেকে সূর্য ডুবে যাবে, পরে দক্ষিণ মেরু থেকে দেখা যাবে সূর্যকে ডান দিক থেকে দিগন্ত রেখা বরাবর বাম দিকে ঘুরতে ঘুরতে ৩ মাস ২৩$\frac{১}{২}$ ডিগ্রী উপরে উঠবে এবং ঐ একই কায়দায় ৬ মাস পরে সূর্য আবার ৬ মাসের জন্যে ডুবে যাবে। তারা কোন দিনও সূর্যকে মাথার ওপর দেখতে পারে না। আর মেরু বিন্দুর একেবারে নিকটবর্তী এলাকা সারা বছরেই বরফে ঢাকা থাকে সে অঞ্চলে মানুষ বসবাসের যোগ্যও নয়। কাজেই তাদের জন্যে পৃথক মাসয়ালার দরকার হয় না। তবে যেটুকুর জন্যে মাসয়ালার দরকার তা পূর্বেই বলা হয়েছে।

রোযার ব্যাপারে আল্লাহর ইনসাফ

আল্লাহ সৌর বছরের মাসে রোযাকে ফরয করেননি। ফরয করেছেন চান্দ্র মাসে। আর চান্দ্র বছর হচ্ছে সৌর বছর হতে ১১ দিন কম। তাই রোযা ৩৩ বছরে ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক মাসেই রোযা আসে অর্থাৎ বড়দিনেও

www.bjilibrary.com

রোযা আসে এবং ছোট দিনেও রোযা আসে। আর যে এলাকা থেকে দিন এক সময় যত বড় হয় ঠিক সেখানে ৬ মাস পরে দিন তত ছোট হয় অর্থাৎ যেখানে জুন মাসে ১৮ ঘন্টা দিন সেখানে ডিসেম্বর মাসে ১৮ ঘন্টা রাত। ফলে যারা যত বড় দিনে রোযা পায় তারা তত ছোট দিনেও রোযা পায়। বিষুবীয় এলাকায় যেখানে বার মাস কালই ১২ ঘন্টা দিন ১২ ঘন্টা রাত। ফলে তারা কোন সময় ছোট দিনেও রোযা পায় না এবং কোন সময় বড় দিনেও রোযা পায় না। এটা আল্লাহর পৃথিবীর প্রত্যেক এলাকার মানুষের জন্যে একটা অতি বড় মেহেরবানী ইনসাফ। যার শুকরিয়া আদায় করা সম্ভব নয়।

রোযার চাঁদ দেখার মাসয়ালা

সাধারণত বলা হয়ে থাকে এমন কি আমাকেও কিছু মুসলমান প্রশ্ন করেছেন যে, এখন এ বিজ্ঞানের যুগে হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে যখন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সঠিক সময় বলা যায় তেমন চাঁদের ওঠার বা দেখা যাওয়ার সময় সঠিক হিসাবের মাধ্যমে বলা যায়। এ অবস্থায় চাঁদ দেখতেই হবে, নইলে পঞ্জিকার হিসাবে চলবে না, এটা কেমন মাসয়ালা হলো? এর জবাব হচ্ছে এই যে, হিসাব করে যেমন চন্দ্রগ্রহণ ও সুর্য গ্রহণের সময় বলতে পারি ঠিক তেমনি কোন সময় সূর্যের কিরণ চাঁদের যে অংশটা পৃথিবী থেকে দেখা যায় সেই অংশে পড়বে, এটাও বলা যায় কিন্তু একটা কথা বলা যায় না যা হিসাব করেও বলা যায় না কবে কোন্ তারিখে কোন্ এলাকায় বাতাসে কি পরিমাণ আদ্রতা থাকবে অর্থাৎ বায়ূমণ্ডলে কবে কখন কোন্ এলাকায় কি পরিমাণ জলীয়বাষ্প থাকবে তা কেউই অগ্রীম হিসাব করে বলতে পারবে না। আর একটা জিনিষ বিজ্ঞানের যুগে প্রমাণিত সত্য যে, নজর সবসময় সম লাইনে চলে না। তা যদি চলতো তাহলে আরব দেশ, যে দেশের বায়ূমণ্ডলে জলীয়বাষ্প খুবই কম তার নজর লাইনে চলার কারণে আমাদের অনেক আগেই চাঁদ দেখে ফেলে। সেটা আরব দেশ শুধুমাত্র এখান থেকে ৩ হাজার মাইল পশ্চিমে হওয়ার কারণে নয়, এর প্রধান কারণ সেখানকার বায়ূমণ্ডলে জলীয়বাষ্প কম থাকার কারণে তাদের নজর যে লাইনে চলে আমাদের দেশের বায়ূমণ্ডলে জলীয়বাষ্প বেশী থাকার কারণে আমাদের নজর চলে

www.bjilibrary.com

খানিকটা বেঁকে। তাই আমরা চাঁদ দেখি তাদের অনেক পরে। অবশ্য যদিও আরব দেশ বিশেষ করে মক্কা শরীফের সাথে আমাদের সময়ের ব্যবধান মাত্র ৩ ঘন্টা। এ তিন ঘন্টার (সময়ের) ব্যবধানে চাঁদ দেখার ব্যবধান ২৪ ঘন্টা বা ৪৮ ঘন্টা কিছুতেই হতে পারে না। কিন্তু বাস্তবে দেখছি চাঁদ দেখার এ বিরাট ব্যবধান হচ্ছে। এর একমাত্র কারণ বায়ূমণ্ডলে জলীয়বাষ্প কমবেশী হওয়ার কারণে নজরও আঁকা-বাঁকা পথে চলে। এ কারণেই চাঁদ দেখাটাকে শর্ত করা হয়েছে। এতে চাঁদের যে ৭১০ ঘন্টার একটা দিন রাত। এই ৭১০ ঘন্টাই হচ্ছে চাঁদের একটা মাস। তাই প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব এলাকা থেকে চাঁদ দেখে রোযা থাকে তাহলে সেই এলাকায় সাড়ে উনত্রিশ দিনেই চাঁদের মাস হবে। এতে চাঁদে সূর্যের কিরণ আসার সাথে সাথে এলাকা থেকে চাঁদ দেখা যায় তবে সেই এলাকায় রোযা ৩০ দিনই হবে আর যদি সূর্যের কিরণ সন্ধ্যার পরে চাঁদের উপর পড়ে তবে পরের দিন চাঁদকে বড় দেখা যাবে এবং রোযা ২৯ টা হবে। তাই চাঁদ দেখার প্রয়োজন শাবান মাস ২৯ দিন হলে আর শাবান মাস যদি ৩০ দিন পুরে যায় তবে চাঁদ দেখার দরকার নেই। হয়ত সেদিন সারা দেশেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকতে পারে। তাই পরের দিনও চাঁদ দেখতে হবে এটা কোন শর্ত নয়। যদি তেতুলিয়া থেকে চাঁদ দেখার সুনির্দিষ্ট খবর পাওয়া যায় তবে টেকনাফ থেকে রোযা রাখা যাবে। যদিও দু'টি স্থানের মধ্যে সময়ের ব্যবধান প্রায় ১৫ মিনিটের কাছাকাছি। ঠিক তেমনই ঢাকা থেকে চাঁদ দেখা গেলে কলকাতার মানুষ রোযা রাখতে পারবে। কলকাতা এবং দিনাজপুর এক দ্রাঘিমাংশে হওয়ার কারণে উভয় স্থান থেকে একই সময় চাঁদ দেখার কথা এবং দুটি স্থানের জলবায়ূর পার্থক্য খুব বড় ধরণের নয়। তবে এমন হওয়াও অস্বাভাবিক নয় যে, ঢাকা থেকে কলকাতার সময়ের ব্যবধান মাত্র ৯ মিনিট। এ ৯ মিনিটের মধ্যে এমনও হতে পারে যে, ৯ মিনিট পরে চাঁদের এক কিণারায় সূর্যকিরণ পড়ার অংশটা ৯ মিনিট পূর্বে ঢাকা থেকে দেখা নাও যেতে পারে। এজন্যে বাংলাদেশের কোন স্থান থেকেই যদি চাঁদ না দেখা যায় তবে কলকাতা থেকে চাঁদ দেখার কারণে আমাদের রোযা জরুরী হয়ে পড়ে না যদিও তেতুলিয়া এবং কলকাতা প্রায় সম দ্রাঘিমায় অবস্থিত।

www.bjilibrary.com

কারণ বাংলাদেশের মত ছোট্ট একটা দেশের সর্বত্র একই দিনে রোযা ও ঈদ হওয়া উচিত। হ্যাঁ, তবে কলকাতার সাথে সাথে দিনাজপুরের পশ্চিম এলাকার লোক যদি চাঁদ দেখে তবে আমাদের রোযা রাখতে কোন বাধা নেই। চাঁদ ২জন বালেগ নামাযী ও ২জন ঈমানদার মুসলমান পুরুষকে দেখা লাগবে অথবা একজন পুরুষ ও ২জন ঈমানদার নারীর দেখা লাগবে এবং তাদের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের নিকট বলতে হবে যে, আমি স্বচক্ষে চাঁদ দেখেছি।

রোযার সম্পর্কে হাদীসের শিক্ষা

আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে সংক্ষেপ করার জন্যে মাত্র কয়েকটি হাদীস এখানে নেয়া হয়েছে। আশা করি এর ব্যাখ্যা বুঝলে সেটাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট হবে।

রাসূল (সা) নানাভাবে নানা ভাষায় রোযার মূল উদ্দেশ্যকে মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। কারণ রোযার মূল উদ্দেশ্যেই যদি মানুষ না বুঝে তাহলে খামাখা না খেয়ে কষ্ট পাওয়া যে আল্লাহ চান না তা নিম্নের হাদীস থেকে বুঝা যাবে। রাসূল (সা) বলেন ঃ

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلِ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ـ

"যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে এবং মিথ্যার ভিত্তিতে সৃষ্ট মন্দ কাজ পরিত্যাগ করে না তার শুধু খানা-পিনা পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনই প্রয়োজন নেই।"

ব্যাখ্যা ঃ কথাটাকে ব্যাখ্যা করে না বললে রাসূল (সা)-এর মুখে শুনে সাহাবাগণ যা বুঝেছিলেন আমাদের শুধু শাব্দিক অর্থ শুনলে সে বুঝ আসবে না। তাই কথাটার ব্যাখ্যা আসা প্রয়োজন মনে করেই আমার সাধ্যানুযায়ী সহজ ও সরলভাবে বুঝানোর চেষ্টা করছি, বাকী আল্লাহর ইচ্ছা।

قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ ـ

এ টুকুরই ব্যাখ্যা নিম্নে দেয়া হলো।

www.bjilibrary.com

মানুষ যত প্রকার প্রশ্ন করে সব প্রশ্নের উত্তর আসে জ্ঞানের চারটি উৎস–মুখ থেকে। যথা ঃ

১. যদি প্রশ্ন করা হয় ২ + ২ কত হয় তবে সাধারণ জ্ঞান থেকে এর জবাব দেয়া যাবে যে, ২ + ২ = ৪। এর জবাব পাওয়া গেল সাধারণ জ্ঞান থেকে।

২. যদি জিজ্ঞেস করা যায় পানিটা গরম না ঠাণ্ডা? তাহলে হাতে স্পর্শ করে দেখে বলতে হয় যে তা গরম না ঠাণ্ডা, এর জবাব পাওয়া গেল ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য জ্ঞান থেকে। এর জবাব সাধারণ জ্ঞানে নেই।

৩. যদি জিজ্ঞেস করা যায় পৃথিবীর বেড় ২৫ হাজার মাইল এটা বলা হয় কিসের ভিত্তিতে কিংবা যদি জিজ্ঞেস করা হয় পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব কত? তাহলে এ প্রশ্নের জবাব অবশ্যই সাধারণ জ্ঞান বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান থেকে দেয়া যাবে না। এর জবাব দিতে হবে গবেষণা লব্ধ জ্ঞান বা প্রজ্ঞা থেকে।

৪. যদি প্রশ্ন করা যায় ১ম মানুষ কে ছিলেন তাহলে এর সঠিক জবাব আসবে আল-কুরআন বা অহির জ্ঞান থেকে। যদি এর জবাব গবেষণালব্ধ জ্ঞান থেকে দেয়া হয় তাহলে অবশ্যই এর ভুল জবাব আসবে। বলা হয় এককোষা প্রাণী থেকে আমরা ব্যাঙ, বানর, বনমানুষ ইত্যাদি পর্যায়গুলো পার হয়ে এসে মানুষ হয়ে পড়েছি।

এ প্রশ্নের জবাব যেহেতু গবেষণালব্ধ জ্ঞানের আওতায় পড়ে না তাই এর জবাব গবেষণালব্ধ জ্ঞান থেকে দিলেই তা ভুল জবাব হবে। এরূপ জবাব যারা দেয় তারা সত্য ইতিহাস বলতে পারে না। পারে না এ জন্যে যে, তাদের নিকট অহির কোন জ্ঞান নেই। তাই জবাবটা মিথ্যা জবাব। এ মিথ্যা যা প্রকৃত সত্যের সম্পূর্ণ বিপরিত এ মিথ্যাকে বলা হয়। قَوْلَ الزُّوْرِ

এবার চিন্তা করুন সমাজে যত প্রকার আইন আছে তার প্রত্যেকটির পূর্বে আছে একটা জিজ্ঞাসা এবং তার জবাবের ভিত্তিতেই তৈরী হয় এক একটা আইন।

যেমন প্রশ্ন করা হলো চুরি করলে তার কি শাস্তি হওয়া উচিত? এর জবাব অহি থেকে পাওয়া গেল তার হাত কেটে দাও। তাহলে চোরের

www.bjilibrary.com

হাত কাটা আইনটি অহির মাধ্যমে পাওয়া হাত কাটা আইন। আর মানুষের চিন্তা থেকে যে আইনটা পাওয়া গেল তা যেহেতু আল্লাহর কথার সাথে মিল হলো না তাই বলতে পারি 'চোরের কি শাস্তি দেয়া উচিত' এর যে জবাব আল্লাহর নিকট থেকে আসছে এটা সহীহ্ বা সত্য জবাব আর যেটা মানুষের নিকট থেকে পাওয়া গেল সেটা ভুল জবাব। আর এ ধরনের ভুল জবাবের ভিত্তিতে যে সমাজের আইন-কানুন তৈরী হয়, সে দেশের প্রত্যেকে যে আইনকে মেনে চলে বা যে আইনের ওপর আমল করে সে সমাজটা ভুলের ওপর চলে। সেই সমাজের আলেম, মৌলভী, মাওলানা, পীর, সূফী, দরবেশ সবাই ঐ আল্লাহ্ বিরোধী ভুল আইনের অধীনে চলেন। ফলে তাদের চলতে হয় মিথ্যার উপর ভিত্তি করে যে আইন তৈরী হয় তা-ই মেনে। এটাকেই বুঝানোর জন্য বলা হয়েছে قَوْلَ الزُّوْرِ অর্থাৎ وَالْعَمَلَ بِهِ এবং তার ভিত্তিতে (এটা বুঝাচ্ছে শব্দ থেকে।) যে আইন-কানুনের ওপর আমল হয় তা ত্যাগ করার অর্থাৎ ঐ মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে তৈরী হওয়া আইনের ওপর আমল করা থেকে রোযা মুসলমানদের বিরত রাখতে পারে না, সেই ধরনের রোযা রেখে খানা-পিনা বন্ধ করে কষ্ট করা এটা আল্লাহ্ চান না।

এরপর বলা হয়েছে যারা এসব না বুঝে শুধু আল্লাহর হুকুম পালন করছি মনে করে রোযা রাখেন কিন্তু তার মধ্যে তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করার যে শিক্ষা রয়েছে তা যদি না বুঝেন তাহলে মাটি খেয়ে পেট ভরলে যেমন খাওয়াও হয় পেটও ভরে কিন্তু তাতে কষ্ট পাওয়া ছাড়া উপকার হয় না কিছুই। ঠিক তেমনই রোযার মূল শিক্ষা গ্রহণ না করে রোযা থাকলে তাতে কোন ফায়দা যে হয় না উপরের হাদীসের শেষ অংশ থেকে তা বুঝা গেল এবং নিম্নের হাদীসটি থেকেও ঐ একই কথা বুঝা যাবে। রাসূল (সা) বলেন ঃ

كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ الاَّ الظَّمَاءُ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ الاَّ السَّهَرُ ـ

এমন অনেক রোযাদার আছে যাদের ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট পাওয়া ছাড়া আর কিছুই জোটে না। অনেকে এমন আছেন যারা রাতে ইবাদত করেন তাদের রাত জাগরণ ছাড়া আর কোনই ফায়দা হয় না।

www.bjilibrary.com

এ হাদীসের ব্যাখ্যার জন্যে নতুন কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। কারণ এর ব্যাখ্যা ওপরেই হয়ে গেছে। ওপরে বর্ণিত হাদীসের পরিপূরক হাদীস হিসেবে নিম্নের হাদীসটি তুলে ধরা হলো।

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ ـ

যে ব্যক্তি ঈমান ও এহ্তেসাবের সাথে রোযা রাখে তার পূর্বের গোনাহকে আল্লাহ্ মাফ করে দেন।

এখানে দুইটি শর্ত দেয়া হয়েছে, যারা এ দুটি শর্ত পালন করবে তাদের গোনাহ আল্লাহ্ মাফ করে দিবেন। শর্ত দুটি হলো ঃ

১. ঈমান থাকতে হবে। ঈমানের অর্থ বুঝে।

২. এহ্তেসাব অর্থ মনে মনে হিসেব করে দেখতে হবে যে, যে মূল শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যে আল্লাহ্ রোযাকে ফরয করেছেন সেই মূল শিক্ষাটা আমি গ্রহণ করছি কিনা। অর্থাৎ রোযার মাসে দিনের বেলায় যেমন আল্লাহর হুকুম নেই বলেই খানা-পিনা ও স্ত্রীদের সাথে সহমিলন থেকে দূরে থাকি ঠিক তেমনই সমাজের যাবতীয় ভুল বা আল্লাহর বিরোধী আইন-কানুন যদি পরিত্যাগ করে আল্লাহ্রই আইন-কানুন মেনে চলার মত মন তৈরী করতে না পারি তাহলে এ রোযায় কাজ হবে না।

মানুষ যা খায় তার থেকে যদি পরিপাক যন্ত্রের মাধ্যমে খাদ্য প্রাণ বা খাদ্যের মধ্যে যে ভিটামিন ও মানুষের দেহের ক্ষয় পূরণ ও দেহকে সুস্থ্য রাখার মত যে উপাদান আছে তা বের করে নিয়ে শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে অক্ষম হয় তবে ঐ খাদ্যে যেমন দেহের কোন উপকার হয় না, ঠিক রোযা মৌলিক শিক্ষা যদি সমাজ জীবন বা সামগ্রীক জীবনের সর্বত্র কার্যকরী না হয় তবে ঐ রোযার কোন ফায়দা হবে ন। এসব কথা হিসেব করে দেখার নামই হচ্ছে এহ্তেসাবের সাথে রোযা রাখা।

মানুষ ঔষধও সেবন করল সাথে সাথে খানিকটা এন্ড্রিনও খেয়ে নিল এতে যেমন দেহ বাঁচার কথা নয় এবং ঔষধে কাজ হওয়ারও কথা নয়। ঠিক তেমনই মানুষকে যে বিশেষ ধরনের ট্রেনিং দেয়ার জন্যে আল্লাহ রোযাকে ফরয করেছেন অর্থাৎ ট্রেনিং এর মাধ্যমে মানুষ তাকওয়ার গুণ অর্জন করতে পারবে সেই মূল গুণটাই যদি অর্জন করা না যায় তাহলে সে রোযায় এ ক্ষুধা আর পিপাসায় কষ্ট পাওয়া ছাড়া আর কিছুই হয় না।

www.bjilibrary.com

আল-কুরআন ও রাসূল (সা)-এর কথাকে যদি এক সাথে মিলিয়ে দেখি তাহলে দেখা যাবে রাসূল (সা)-এর রোযা সম্পর্কিত যাবতীয় কথার মূল লক্ষ্য একটাই। তা হচ্ছে সমাজে আল্লাহ বিরোধী যত প্রথা ও সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন আছে যা মানুষকে আল্লাহর পথে বাধা দান করে, সেসব বাধাকে হটিয়ে দিয়ে (তা জিহাদ করে হলেও) সেখানে এমন আইনের সমাজ গড়া যে সমাজের আইনই আল্লাহর পথে চলতে বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে না বরং সমাজের প্রথা ও আইন-কানুনকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যেমন রাসূল (সা) করেছিলেন। তেমন সমাজ গড়তে হবে যেন ভুল বা মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে তৈরী হওয়া আইনের সমাজে বাস করে অনিচ্ছায় হলেও ভুল পথ ধরে দোযখে পৌঁছতে না হয়।

এর থেকে এটা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, রোযা রোযাদারদের এমন এক আন্দোলনে শরীক হতে উদ্বুদ্ধ করে যে আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজকে ভুল আইনের পথ থেকে সঠিক আইনের পথে আনতে সক্ষম হয়। এটা হিসেব করে দেখার নামই এহতেসাব। এখন চিন্তা করে দেখা দরকার আমরা রোযার মাস আসলেই রোযা থাকি। এমন কি আমাদের বাড়ীর নাবালেগ ছেলে-মেয়েরা পর্যন্ত রোযা রাখে, শুধু তাই নয় যারা আল্লাহর পথে চলতে দিতে কখনই রাজী নয় এবং সমাজের লোকদের আল্লাহর পথে চলতে দিতে প্রধান প্রতিবন্ধক তারাও রোযা থাকেন। এ হলো আমাদের সমাজের অবস্থা। এটাকেও মনে মনে হিসেব করে না দেখলে এহতেসাব পূর্ণাঙ্গ হবে না।

আমাদের এ সমাজে যেমন একটা কাজ চালু আছে তা হচ্ছে চোরে যখন কিছু চুরি করে নিয়ে ভাগে তখন আশ-পাশের লোক চোরের পিছনে দৌড়ায় আর "চোর গেল" "চোর গেল" বলে চিল্লাতে থাকে। তখন স্বয়ং যারা চুরি করেছে এবং যাদের পকেটে চুরি করা টাকা পয়সা বা স্বর্ণালংকার রয়েছে তারাও চোর তাড়ানোর দলে মিশে গিয়ে বলে চোর গেল চোর গেল, অথচ চোর তারা নিজেরাই।

ঠিক তেমনই আমাদের সমাজে এমন লোকও আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথে চলতে একমাত্র প্রতিবন্ধক তারাও মসজিদে দাঁড়িয়ে

www.bjilibrary.com

লোকদেরকে নসিহত করে যে,"আমাদের রোযার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং রোযা থেকে মুত্তাকীন হতে হবে। এসব লোকদেরকে যারা চিনতে পারে না, তাদেরও এহতেসাব পূর্ণাঙ্গ হয় না।

আশা করা যায় যে, আল্লাহর কালাম এবং রাসূল (সা)-এর হাদীস থেকে আমরা চিন্তা-ভাবনা করতে শিখব এবং কুরআন ও হাদীসের মর্মানুযায়ী আমরা সমাজকে তাকওয়ার নীতি মেনে চলার পথের প্রতিবন্ধকতা দূর করার কাজ সাধ্যানুযায়ী করে যাবো। মনে রাখবেন সমাজে চলার জন্যে মাত্র দুটো নীতির যে কোন একটা গ্রহণ করতেই হয়। যথা ঃ

১. তাকওয়া বা আল্লাহভীতির নীতি

২. কুফরীর নীতি।

১. যে সমাজ আল্লাহকে ভয় করে চলার (বা আরবীতে যাকে বলে তাকওয়ার) নীতি অবলম্বন করলে সে সমাজে এমন কিছুই থাকে না যা করতে গেলে মানুষকে আল্লার হুকুম অমান্য করতে হয়। অর্থাৎ সে সমাজের যেদিকেই নজর করা যাবে দেখা যাবে কুরআন হাদীসে যা আছে সমাজেও তাই চালু আছে।

- সে সমাজের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অস্ত্রাগারে পরিণত হবে না।
- সে সমাজে সহশিক্ষা থাকবে না।
- সে সমাজের খবরের কাগজে একটা দিনও ধর্ষণের কোন খবর থাকবে না।
- সে সমাজে কেউ পাহাড় সমান অর্থের মালিক হবে আর কেউ রাস্তার ফুটপাতে বাস করবে না। সবাই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।
- সে সমাজে যাকাত চালু থাকবে, আর কেউই গরীব থাকবে না।
- সে সমাজে কোন বেহায়াপনা, বেপর্দা, নারী-পুরুষ একই টেবিলে কাজ বা চাকুরী করা ইত্যাদি কোন অপকর্মই থাকবে না।
- সে সমাজে বেশ্যাবৃত্তি ও মদ মাতালের লাইসেন্স থাকবে না।
- সে সমাজে অশ্লীল ছায়াছবি, গান-বাজনা বা চরিত্র ধ্বংসকারী কোন কাজ থাকবে না।

অর্থাৎ যা কুরআন হাদীসে নিষিদ্ধ তার কোন কিছুই থাকবে না।

www.bjilibrary.com

২. আর এসব যে সমাজে আছে সে সমাজই কুফরীর নীতি ওপরে প্রতিষ্ঠিত।

রোযা থেকে এটা হিসেব করে দেখতে হবে যে, আল্লাহ্ তো বলেছেন রোযাকে ফরয করেছি এজন্য যে, তোমরা রোযা থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে সমাজে তাকওয়ার নীতি ও তাকওয়ার আইন-কানুন প্রবর্তন করবে। কিন্তু তিক্ত হলেও সত্য যে, বছরের পর বছর রোযার সময় কত আল্লাহভীতির পরিচয় দেই। কাটায় কাটা সোবেহ সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত না খেয়ে থাকি বা রোযা থাকি কিন্তু সমাজকে তো আজ পর্যন্তও তাকওয়ার নীতির ওপর আনতে পারলাম না। পারলাম না বললে ভুল হবে, আসলে সমাজকে তাকওয়ার নীতির ওপর আনার চেষ্টাও কি কেউ করি? যদি কেউ করেন বলে আপনি মনে করেন তবে সে লোকটির নাম বলতে পারবেন কি? হয়ত বলতে পারবেন যারা সমাজকে তাকওয়ার নীতির ওপর আনার জন্যে চেষ্টা করছে। হয়তবা আপনি তাদের চেনেন কিন্তু তাদের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলে হয়ত ইজ্জতে ভাটা পড়বে তাই জানলেও বলবেন না। থাক বলার দরকার নেই। আমি বলতে চাই আসুন আমরা আল্লাহর কথাকে আল্লাহর কথা হিসেবে এবং রাসূল (সা)-এর কথাকে রাসূল (সা)-এর কথা হিসেবে মেনে নেই। মেনে নেয়ার পর সুস্থ বিবেকে চিন্তা করে দেখুন তাকওয়ার নীতির উপর সমাজকে আনতে হলে কোন পথে চলতে হবে। আসুন তা হিসেব করে দেখে এহতেসাবের হক আদায় করি। তাহলে রাসূল (সা)-এর কথা মত আল্লাহ আমাদের পূর্বের যাবতীয় গোনাহখাতা অবশ্যই মাফ করে দেবেন।

তাই আবারও অনুরোধ করব আসুন আমরা সবাই ঈমান ও এহতেসাবের সাথে রোযা রাখি যেন আল্লাহর ক্ষমা ও রহমত থেকে আমরা বঞ্চিত না হই।

রোযার সংক্ষিপ্ত মাসায়েল

আরবী رمضان রমযান শব্দটি رمض শব্দ হতে এসেছে। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে জ্বালান। তাই রমযান পাপরাশি জ্বালিয়ে ভষ্ম করে দেয়। এজন্যই প্রিয় নবী (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ مِنْ اَوَّلِهِ اِلٰى اٰخِرِهٖ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهٖ كَمَا وَلَدَتْ اُمُّهٗ ـ

www.bjilibrary.com

যে ব্যক্তি রমযানের রোযা শুরু হতে শেষ পর্যন্ত আদায় করল, সে নিশ্চয় তার পাপরাশি থেকে এমনভাবে মুক্ত হয়ে গেল, যেমন তার মা তাকে ভূমিষ্ঠ করল।

তাই প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম নর-নারীর জন্যে রমযান মাসে রোযা রাখা ফরয।

* শাবান মাসের ২৯ তারিখের সন্ধ্যায় রমযানের চাঁদ দেখা গেলে রাতে সেহরী খেয়ে রোযা রাখতে হয়।
* শাবান মাসের ৩০ তারিখে পুরা হয়ে গেলে সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা যাক আর না-ই যাক শেষ রাতে সেহেরী খেয়ে রমযানের রোযা রাখা শুরু করতে হয়।
* রমযান মাসের ২৯ তারিখের দিন শেষে চাঁদ দেখা গেলে পরদিন ঈদের নামায পড়তে হয়। চাঁদ দেখার পর আর রোযা থাকতে হয় না।
* আকাশ মেঘাচ্ছন্ন কিংবা ধূলির ঝড়ে আচ্ছন্ন থাকলে রমযান মাসের ৩০ তারিখে চাঁদ দেখা না গেলেও পরদিন ঈদের নামায পড়তে হয়। রমযানের ৩০ দিন পূর্ণ হয়ে গেলে চাঁদ দেখার শর্ত থাকে না।
* রমযানের রোযার নিয়ত মনে মনে করা ফরয। মৌখিক নিয়ত করা সুন্নত। আরবী নিয়ত জরুরী নয়।
* সোবহে সাদেকের এক ঘন্টা আগে সেহেরী খাওয়া সুন্নত যদিও এক গ্লাস পানি হয়। মহানবী (সা) বলেছেন, "তোমরা সেহরী খাও, কেননা সেহরীতে বরকত আছে।" –(বুখারী, মুসলিম)
* সূর্য অস্তমিত হলেই ইফতার করতে হয়। দেরী করলে মাকরূহ হয়।
* খোরমা–খেজুর আথবা পানি দ্বারা ইফতার করা সুন্নত। আমাদের দেশে পানি না আনলে ইফতার বন্ধ থাকে। পানি না হলে ইফতার হয় না, এরূপ ধারণা বেদয়াত-সুন্নাতের খেলাফ।

নিম্নলিখিত কারণে রোযা ভঙ্গ হয় ঃ

১. সোবেহ সাদেকের পর সেহরী খেলে।

২. সূর্যাস্তের আগে ইফতার করলে।

www.bjilibrary.com

৩. স্বেচ্ছায় পানাহার করলে।

৪. সংগম করলে।

৫. কুলি করার সময় গলার মধ্যে পানি প্রবেশ করলে।

৬. জোরপূর্বক কেউ কিছু খাইয়ে দিলে।

৭. ইনজেকশন নিলে।

৮. নাক অথবা মল-মূত্র ত্যাগের স্থান দিয়ে কোন ঔষধী বা অন্য কিছু ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দিলে।

৯. মুখ ভরে বমি করলে।

১০. ছোলা পরিমাণ দাঁতে লেগে থাকা খাদ্য দাঁত থেকে বের করে গিলে ফেললে।

১১. ভুলবশত খাদ্য গ্রহণ করার পর মনে পড়ার সাথে সাথে রোযা নষ্ট হয়ে গেছে মনে করে আবার পানাহার করলে।

১২. ধুমপান করলে।

১৩. নস্যি অথবা গুল ব্যবহার করলে।

নিম্নলিখিত কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না ঃ

১. স্বপ্নদোষ হলে।

২. ভুলবশত পানাহার করলে এবং মনে পড়ার সাথে সাথে কুলি করে মুখ পরিষ্কার করে নিলে।

৩. মশা, মাছি, ধূলা, ধুয়া প্রভৃতি অনিচ্ছাকৃতভাবে গলার ভিতর, নাকের রাস্তায় কিংবা কানের ভিতর প্রবেশ করলে।

৪. সুরমা লাগালে অথবা আতর কিংবা তেল ব্যবহার করলে।

৫. নাকের ময়লা বা কানের খৈল ইত্যাদি বের বা পরিষ্কার করলে।

৬. সিঙ্গা লাগালে।

৭. সামান্য বমি হলে।

৮. নখ, দাড়ি, গোঁফ, নাভীর নিচের ও বগলের পশম, মাথার চুল ইত্যাদি কাটলে, ছাটলে অথবা উঠিয়ে ফেললে।

www.bjilibrary.com

নিম্নলিখিত কারণে রোযা ভাঙ্গা জায়েয আছে ঃ

১. পীড়িত ব্যক্তির পীড়া বৃদ্ধির আশংকায়।

২. গর্ভবর্তী স্ত্রীলোকের গর্ভস্ত সন্তানের ক্ষতি হওয়ার আশংকায়।

৩. মায়ের শিশু সন্তানের জন্য বুকের দুধ না পাওয়ার ক্ষতির আশংকায়।

৪. মহিলাদের হায়েজ নেফাসের সময়।

৫. মুসাফির অবস্থায় যদি কোন লোক ৪৮ মাইলের বেশী দূরের কোন জায়গায় ভ্রমণ করার নিয়তে ঘর হতে বের হয় এবং সে জায়গায় ১৫ দিনের কম সময় অবস্থান করার নিয়ত করে অবস্থান করে তাহলে তার সফর শুরু হতে উক্ত স্থানের অবস্থানকাল এবং ঘরে ফিরার পূর্ব পর্যন্ত দিনগুলোতে রোযা ভাঙ্গা জায়েয আছে।

এ সমস্ত কারণে রোযা ভাঙ্গা হলে পরবর্তী রোযার মাস আসার আগেই কাযা রোযা আদায় করতে হবে।

নিম্নলিখিত কারণে রোযা ভঙ্গ হলে কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই আদায় করতে হবে।

১. স্বেচ্ছায় পানাহার করলে।

২. স্ত্রী সঙ্গম করলে।

৩. সিঙ্গা লাগাবার পর রোযা ভঙ্গ হয়েছে মনে করে পানাহার করলে।

উপরোক্ত কারণে রোযা ভঙ্গ হলে কাযা আদায় করার পরও কাফ্ফারা স্বরূপ পর্যায়ক্রমে ৬০টি রোযা রাখা অথবা ৬০জন মিসকিনকে দুবেলা পেট ভরে আহার করাতে হবে।

তারাবি

* তারাবির নামায হানাফী মতে ২০ রাকাত সুন্নাতে মায়াক্কাদাহ। পুরুষদের মসজিদে জামাত সহ পড়া অত্যন্ত জরুরী; স্ত্রীলোকদের বিনা জামাতে নিজ ঘরে পড়তে হবে।

* **এশার ফরয সুন্নাতের পর তারাবীহ নামায পড়তে হয়; সোবহ সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত তারাবীর নামাযের সময় থাকে। রমযান মাসে বেতেরের নামায জামাতে পড়তে হয়।**

www.bjilibrary.com

* রমযান মাসের তারাবীর মধ্যে ১০ হতে ১৫/২০ অথবা ২৯ দিন তারাবী নামাযে এক খতম কুরআন মজিদ শ্রবণ করা সুন্নত।
* দু'রাকাত নিয়ত করে তারাবীর নামায পড়তে হয়; প্রত্যেক ৪ রাকাত পর দোয়া পড়া দরকার।

এ'তেকাফ

রমযান মাসের শেষের দশ দিন কোন জুমা মসজিদে এ'তেকাফ করা সুন্নতে মুয়াক্কাদায়ে কেফায়া। অর্থাৎ শহরের বা গ্রামের যে কেউ একজন এ'তেকাফ করলে সকলের পক্ষে তা আদায় হবে। যদি কেউ এ'তেকাফ না করে তাহলে সকলেই গোনাহগার হবে। এ'তেকাফের অর্থ–কয়েকদিন ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে খাস আল্লাহর এবাদাতের জন্য মসজিদে অবস্থান করা। তবে ঘুম রাতে পানাহার ও প্রশ্রাব–পায়খানার জন্যে বাইরে যাওয়া যাবে। দশদিন কেউ এ'তেকাফ করতে না পারলে একদিনের জন্য এ'তেকাফ করা জায়েয আছে।

ফিতরা

* ঈদুল ফিত্রের দিনে যেসব মুসলমানের ঘরে সংসারের খরচ বাদে কমপক্ষে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা সাড়ে সাত তোলা সোনা অথবা সমমূল্যের টাকা-পয়সা অথবা সম্পদ মওজুদ থাকে তাকে ছদকায়ে ফিতর এর জন্যে সাহেবে নেসাব বলা হয়।
* সাহেবে নেসাবের পরিবারের সকল সদস্যের পক্ষ হতে ফিতরা আদায় করতে হয়। যদি কোন ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের দিনে সোবেহ সাদেকের আগে মারা যায় তাহলে তার ওপর ফিতরা ওয়াজিব হয় না; কিন্তু সোবেহ সাদেকের পরে মারা গেলে তার ওপর ফিতরা ওয়াজিব হয়।
* ঈদুল ফিতরের দিনে সোবেহ সাদেকের আগে কোন সন্তান ভূমিষ্ট হলে তার জন্য ফিতরা দেয়া ওয়াজিব কিন্তু সূর্য উঠার পর ভূমিষ্ট হলে তার জন্য ফিতরা ওয়াজিব হয় না।
* প্রত্যেক লোকের জন্য ৮০ তোলা ওজনের এক সের সাত ছটাক পরিমাণ গম, আটা অথবা সমমূল্যের চাউল কিংবা সম পরিমাণ মূল্য নগদ অর্থে ফিতরা দিতে হয়।

www.bjilibrary.com

*** নিম্নলিখিত ব্যক্তিদেরকে ফিতরা দেয়া যায় যথা ঃ**

১. গরীব ভাই বোন। পৃথক অন্নে থাকে।

২. গরীব ভাই বোনের ছেলে মেয়েরা।

৩. গরীব চাচা, মামা, খালা, ফুফু, চাচাত, খালাত ও ফুফাত ভাই বোন।

৪. গরীব নিকটাত্মীয়।

৫. গরীব প্রতিবেশী।

৬. ফকির মিসকীন।

৭. অভাবগ্রস্ত সম্মানী লোক্ যাদের অভাব থাকলেও কারো কাছে কিছু চায় না।

বিঃ দ্রঃ

১. নিজের পিতামাতা ও নিজের সন্তান পৃথক অন্নে থাকলেও তাদেরকে ফিতরা দেয়া যাবে না।

২. একজন গরীবকে একাধিক ব্যক্তির ফিতরা দেয়া জায়েয কিন্তু একজনের ফেতরা একজনকে দেয়া উত্তম। তবে একাধিক ব্যক্তিকে দেয়া নাজায়েজ নয়।

সমাপ্ত

www.bjilibrary.com

খন্দকার আবুল খায়ের (র.) বইসমূহ

১. সূরা ফাতেহার মৌলিক শিক্ষা
২. আয়াতুল কুরসীর তাৎপর্য
৩. দ্বীন প্রতিষ্ঠার ধারা
৪. প্রথম মানুষই প্রথম বিজ্ঞানী
৫. কুরবাণীর শিক্ষা
৬. ঈমানের দাবী মু'মিনের পরিচয়
৭. কেসাস অসিয়ত রোজা
৮. অর্থনীতিতে ইসলামের ভূমিকা
৯. ইসলামী দণ্ডবিধি
১০. মি'রাজের তাৎপর্য
১১. পর্দার গুরুত্ব
১২. বান্দার হক
১৩. ইসলামী জীবন দর্শন
১৪. মহাশূণ্যে সবই ঘুরছে
১৫. নাজাতের সঠিক পথ
১৬. ইসলামের রাজদণ্ড
১৭. যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব
১৮. রাসুলুল্লাহ (স.) বিদায়ী ভাষণ
১৯. সূরা ইখলাসের হাকিকত
২০. প্রাকৃতিক দুর্যোগ
২১. মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব
২২-২৩. ইনফাক ও জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহ্
২৪. নামাজের মৌলিক শিক্ষা
২৫. রোজার মৌলিক শিক্ষা
২৬. সুরা কাউসারের মৌলিক শিক্ষা
২৭. ভোট দেব কাকে এবং কেন?
২৮. ইসলামী আইনে কার কি লাভ ক্ষতি?
২৯. শহীদে কারবালা
৩০. সূরা ফালাক ও নাসের মৌলিক শিক্ষা
৩১. সূরা তাকাছুর ও আসরের মৌলিক শিক্ষা
৩২. নারী নেতৃত্বের চলতি ধারা
৩৩. শয়তান পরিচিতি
৩৪. নাগরিকত্ব হরণের পরিনতি
৩৫. দেশ রক্ষা বাহিনীর গুরুত্ব
৩৬. সূরা মূলকের মৌলিক শিক্ষা
৩৭. সূরা ক্বদরের মৌলিক শিক্ষা
৩৮. যুক্তির কষ্টিপাথরে পরকাল
৩৯. রব মালিক ইলাহ্ হিসেবে আল্লাহর পরিচয়
৪০. কোরআনই বিজ্ঞানের উৎস
৪১. আল্লাহর দৃষ্টিতে কে ঈমানদার কে মুশরিক
৪২. ইল্‌ম গোপনের পরিণতি
৪৩. সওয়াল জওয়াব (১-৯)
৪৪. বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে মুসলমান
৪৫. প্রশ্নোত্তরে কুরআন পরিচিতি
৪৬. অমুসলিমদের প্রতি মহাসত্যের ডাক
৪৭. সহীহ্ কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি
৪৮. প্রচলিত জাল হাদীস
৪৯. বাংলাদেশে ইসলাম মৌকিম না মুসাফির
৫০. যুক্তির কষ্টিপাথরে মিয়ারে হক
৫১. ইসলামই বাংলাদেশের মেন্ডেটরির জাতীয় আদর্শ
৫২. ইসলামের দৃষ্টিতে তসলিমা নাসরিন ও আহমেদ শরীফ

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১১ ৯৬৬২২৯
০১৯২৪৭৩৩৮১৫